W. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 14 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 21. 02. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Bartaman,' a Bengali daily dated 20.02.2018, the news item is captioned 'সল্টলেকে আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ধার মহিলাদের কাউন্সেলিং হবে'

Commissioner of Police, Bidhannagar is directed to enquire into the matter and to submit a report by 22nd March, 2018.

Director of women and child development and Social Welfare department, Govt of West Bengal is directed to enquire into the matter and to submit a report by 22nd March, 2018.

21/2/18

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

21/2/18

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

সল্টলেকে আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ধার মহিলাদের কাউন্সেলিং হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সল্টলেকের আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ধার হওয়া ১৫ জনের জন্য কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করছে বিধাননগর কমিশনারেট। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশে ১৩ জনকে রাজারহাটের একটি সরকারি হোমে পাঠানো হয়েছে। বাকি দু'জনকে তাঁদের পরিবার নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যাঁরা হোমে রয়েছেন, তাঁরা সেখানকার খাবার খেতে চাইছেন না। এমনকী তাঁদের আলাদাভাবে রাখাও যাচ্ছে না। তাঁরা সবসময় একসঙ্গে থাকতে চান। এছাড়াও তাঁরা নিজেরাই রান্না করে খাবেন বলে জেদ করছেন। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কী হত? সেবিষয়ে এখনও তাঁদের কাছ থেকে কিছু জানা যায়নি। উলটে তাঁদের সামলে রাখাই কার্যত কিছুটা 'অসাধ্য' হয়ে পড়েছে পুলিস তথা হোমের আধিকারিকদের কাছে। বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা প্রধান শবরী রাজকুমার জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ওই ১৫ জন মহিলাকে যা বোঝানো হত বা যা শেখানো হত, তাঁদের মাথায় এখনও সেই সমস্ত কথাই ঘুরছে। ফলে পুলিসের সঙ্গে সঠিকভাবে কথাবার্তা বা স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া কিছুই করতে চাইছেন না তাঁরা। এই অবস্থায় ১৫ জনের কাউন্সেলিং করানো হবে। পুলিস সূত্রের দাবি, রবিবারই একপ্রস্থ চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্ধার হওয়া মহিলাদের অসহযোগিতায় তা সম্ভব হয়নি।

মঙ্গলবার ফের একবার সেই চেষ্টা করা হবে বলে কমিশনারেটের পুলিস কর্তারা জানিয়েছেন। প্রয়োজনে এবিষয়ে মহিলা কমিশন এবং শিশু সুরক্ষা কমিশনেরও পরামর্শ নেওয়া হবে। এদিকে, এই ঘটনায় ধৃত চন্দ্রমাতাকে রবিবার আদালতে তোলা হলে তাকে আট দিনের পুলিস হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু পুলিস হেফাজতে গিয়ে সে এখনও পর্যন্ত তদন্তকারীদের খুব একটা সহযোগিতা করছে না বলেই দাবি কমিশনারেট কর্তাদের।

অন্যদিকে, সি এল ব্লকের যে বাড়িতে শনিবার তল্লাশি চালিয়ে ওই ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল সেখানে আরও তল্লাশি চালাতে চেয়ে সোমবারই আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিস। কমিশনারেটের কর্তার কথায়, আদালত এখনও এবিষয়ে সবুজ সংকেত দেয়নি। তবে তাঁরা আশাবাদী আদালত সবুজ সংকেত দেবে। আদালতের অনুমতি পেলে চন্দ্রমাতাকে সঙ্গে নিয়েই ওই বাড়ির সব জায়গায় তল্লাশি চালাতে চায় পুলিস। কারণ পুলিসের দাবি, চন্দ্রমাতা ওই সংস্থার সঙ্গে ১৯৯৮ সাল থেকে জড়িত। ফলে গত ২০ বছরে শুধু ওই বাড়ি নয়, আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্বন্ধেও অনেক বেশি জানে। সেগুলিই মাতাজির মুখ থেকে শুনতে চাইছে পুলিস। পাশাপাশি তাকে নিয়ে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালালে, আরও অনেক রহস্য উন্মোচিত হবে বলেই গোয়েন্দাদের অনুমান।